বঙ্গবন্ধুর খুনি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন (অব.) আবদুল মাজেদ গ্রেফতার

বঙ্গবন্ধুর খুনি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) আবদুল মাজেদকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আসামি আবদুল মাজেদকে কিছুক্ষণের মধ্যেই আদালতে তোলা হচ্ছে।

সাজাপ্রাপ্ত আসামি হওয়ায় আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগার পাঠানো হবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, রাজধানীর মিরপুর সাড়ে ১১ থেকে গতকাল রাত ৩টার দিকে আবদুল মাজেদকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন, পুরস্কৃত হবেন: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, করোনাভাইরাস মোকাবিলায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চিকিৎসক, নার্সসহ স্বাস্থ্য খাতে যাঁরা নিয়োজিত আছেন, তাঁদের পুরস্কৃত করা হবে। কিন্তু যাঁরা পালিয়ে আছেন, তাঁরা এই প্রণোদনা পাবেন না।

আজ মঙ্গলবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় এই মন্তব্য করেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আজ ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী সুনির্দিষ্ট কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন আজ। শেখ হাসিনা বলেছেন, দুঃসময় আসছে। এপ্রিল মাসে করোনাভাইরাস ব্যাপকভাবে হানা দিতে পারে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

Lifebuoy Soap
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, করোনাভাইরাস মোকাবিলায় যাঁরা জীবন বাজি রেখে কাজে নিয়োজিত, তাঁদের তিনি পুরস্কৃত করতে চান। তাঁদের তালিকা করতে বলেছেন তিনি। তাঁদের তিনি সম্মানী দিতে চান। তাঁরা বিশেষ ইনস্যুরেন্স পাবেন। দায়িত্ব পালনকালে কেউ আক্রান্ত হলে তাঁর চিকিৎসার সব ব্যবস্থা সরকার নেবে। পদমর্যাদা অনুযায়ী ৫ থেকে ১০ লাখ টাকার স্বাস্থ্যবিমা করা হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এই বিমা পাঁচ গুণ বাড়ানো হবে। যাঁরা করোনার সময় কাজ করছেন, জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছেন, এই প্রণোদনা তাঁদের জন্য। আর যাঁরা পালিয়ে আছেন, তাঁরা এই প্রণোদনা পাবেন না। ভবিষ্যতে তাঁরা ডাক্তারি করতে পারবেন কি না, সে চিন্তাও করতে হবে। কেউ যদি এখন কাজে আসতে চান, তবে তিন মাস তাঁর কাজ দেখে তাঁদের কথা চিন্তা করা হবে। কাউকে শর্ত দিয়ে কাজে আনবেন না তিনি।

প্রধানমন্ত্রী আজ তাঁর ভিডিও কনফারেন্সে বিনা চিকিৎসায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের মৃত্যুর বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ‘রোগী কেন ফেরত যাবে? রোগী দ্বারে দ্বারে ঘুরে কেন মারা যাবে? রোগী কোথায় কোথায় গেছে, সেসব ডাক্তারের নাম জানতে চাই।’

প্রধানমন্ত্রী আজ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বাইরে যাঁরা আছেন এবং করোনা পরিস্থিতির কারণে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন, তাঁদের জন্য রেশনের ব্যবস্থা করতে বলেছেন। জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে তাঁরা রেশন কার্ড করতে পারবেন।

শেখ হাসিনা বলেন, যাঁরা দিন এনে দিন খান, ছোটখাটো ব্যবসা- বাণিজ্য করেন, তাঁদের কাজ বন্ধ হয়ে আছে। তাঁরা নানা ধরনের কষ্ট সহ্য করছেন। অনেকে আছেন, যাঁরা অনুদান নেবেন না, কিন্তু কিনে খেতে চান, তাঁদের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। যাঁরা হাত পাততে পারবেন না, তাঁদের তালিকা করতে হবে। তাঁদের বাচ্চা নিয়ে যাতে কষ্ট না হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এতটুকু মাটিও যেন অনাবাদি না থাকে। তিনি এ

ব্যাপারে কৃষিমন্ত্রী, মৎস্যমন্ত্রীকে বলেছেন।

দুর্ভোগের সময় কেউ অনিয়ম করলে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ার করেছেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি উপসর্গ দেখা দিলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বলেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘রোগ লুকাবেন না। এটা লজ্জার বিষয় না।’

মাঠপর্যায়ে যাঁরা করোনাভাইরাস মোকাবিলায় কাজ করছেন, প্রশাসন, সেনাবাহিনী, পুলিশসহ সবাইকে ধন্যবাদ দিয়েছেন শেখ হাসিনা।

সুত্র- প্রথম আলো

সন্ধ্যা ৬টার পর সব ধরনের দোকানপাট বন্ধ

ওষুধের দোকান ছাড়া প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে রাজধানীর কাঁচাবাজার ও সুপারশপসহ সব ধরনের দোকানপাট বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।

আজ সোমবার ঢাকা মহানগর পুলিশের পক্ষ থেকে সব ইউনিটকে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়।

ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মাসুদুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মাসুদুর রহমান বলেন, সুপারশপ ও স্বীকৃত কাঁচাবাজারগুলো ভোর ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত চালু রাখা যাবে। পাড়ামহল্লার মুদি দোকানগুলো খোলা থাকবে ভোর ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত। চালু থাকবে শুধুমাত্র ওষুধের দোকান।

সুত্র-কালের কণ্ঠ

রমজানে অফিসের সময়সূচি নির্ধারণ

পবিত্র রমজান মাসে সব সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে অফিস সময় আট ঘণ্টার পরিবর্তে সাড়ে ৬ ঘণ্টা নির্ধারণ করেছে সরকার।

সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠক এ সিদ্ধান্ত হয়।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান, আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশিকে উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে। তারা সবাই বৈঠকে মাস্ক পরে ছিলেন। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা টেবিলে বসার ব্যবস্থা ছিল।
পরে দুপুরে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম সাংবাদিকদের এ কথা জানান।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, পবিত্র রমজান মাসে সব সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে অফিস শুরু হবে সকাল ৯টায়। শেষ হবে বিকাল সাড়ে ৩টায়। মাঝে বেলা সোয়া ১টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত যোহরের নামাজ আদায়ের জন্য বিরতি থাকবে। অর্থাৎ রমজানে অফিস সময় আট ঘণ্টার পরিবর্তে সাড়ে ৬ ঘণ্টা হবে। অন্য সময় অফিস সময়সূচি থাকে ৯টা থেকে ৫টা পর্যন্ত। আর শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকবে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, ব্যাংক, বিমা, অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ডাক, রেলওয়ে, হাসপাতাল, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান, কলকারখানা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যাদের সার্ভিস অতি জরুরি তারা নিজস্ব বিধিবিধান অনুযায়ী জনস্বার্থ বিবেচনা করে তাদের নিজস্ব অফিস সময়সূচি নির্ধারণ করবে।

সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

রাজধানীর সড়কে লাশ, করোনার ভয়ে কাছে গেলেন না কেউ

রাজধানীর শ্যামপুর থানার জুরাইন নতুন সড়ক থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখেও করোনাভাইরাস সংক্রমণ আতঙ্কে কেউ এগিয়ে যায়নি বলে জানায় পুলিশ।

রবিবার রাতে শ্যামপুর থানার ডিউটি অফিসার এসআই কানাই জানান, গত শনিবার রাত ২টার দিকে জুরাইনের নতুন রাস্তা থেকে অজ্ঞাত ওই ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্তের জন্য তার মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে শ্যামপুর থানার ওসি মফিজুল আলম বলেন, রাস্তার পাশে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে মানুষ থানায় খবর দেন। পরে আমরা গিয়ে লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছি। মৃত ব্যক্তির পরিচয় ও তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়নি।

সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মত্যুর কথা জানিয়েছিলেন। সেব্রিনা ফ্লোরা জানান, স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে ওই তথ্য জানিয়েছিলেন।

রাতের ঢাকায় ‘অন্যরকম’ দৃশ্য

ঘটনাস্থল জিরোপয়েন্ট। রাত তখন নয়টা। একটি মাইক্রোবাস থামতেই চিৎকার। নানা বয়সি ছুটছে। হাঁক চলছে, ‘এদিকে আয়। দৌড় দে।’ এরপর ‘আমারে দেন, আমারে দেন।’ চেঁচামেচি আর জটলা। মাইক্রোবাসটি থেকে কয়েক প্যাকেট খাবার ছুঁড়ে দিতেই ভিড় বাড়তে লাগল। দূর থেকে মনে হচ্ছিল, এ যেন মৌচাকে ঢিল।

গোলাপ শাহ মাজার চত্বর থেকে জিরো পয়েন্ট। মাঝখানে রমনা ভবন, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ আর পীর ইয়ামেনি। পুরো চত্বরটি মুহুর্তের মধ্যেই একটি গুমোট পরিবেশের তৈরি হলো। গাড়িটি ক প্যাকেট খাবার দিয়েই দ্রুত বেগে চলে গেল। যারা কাছাকাছি ভিড়েছে, খাবার মিলেছে তাদের।

এমন দৃশ্য আগে কখনও চোখে পড়েনি। এ ঢাকা যেন অন্য ঢাকা। কিছুদিন আগেও যে রাতের ঢাকা ছিল ট্রাকের নগরী। ঘর ফেরা মানুষের পদভারে ক্লান্ত পিচের পথ থাকত অস্তির, নিশুতি রাতে খুঁজে ফিরতো স্বস্থি। অন্ধকারে ছিনতাইকারীর দল উৎ পেতে থাকত অলি গলিতে। অন্ধকারে আলতা পায়ে খদ্দেরের অপেক্ষায় থাকত নিশিকন্যারা। রাজপথের মোড়গুলো দখলে থাকত টহল পুলিশের।
দৃশ্যপট বদলাতে থাকে । করোনা দুনিয়া কাঁপিয়ে জ্বর তোলে ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলেও। পঁচিশে মার্চের পর থেকে বদলাতে থাকে শহরের দিন রাত। কার্যত লকডাউন সেই রাত থেকেই।

প্রথমদিকে লকডাউন ছিল অনেকটাই অঘোষিত। সামাজিক দূরত্বের জন্য ঢাকা হয়ে যায় ফাঁকা। ছিন্নমূল মানুষেরা ঠাঁয় নেয় শহরের ফুটপাত আর অলি গলিতে। আর নিরন্ন সেই সকল মানুষেরা একমুঠো খাদ্যের জন্য দিনে কড়া নাড়ে বিত্তবানদের দরোজায়, রাতে রাস্তার মোড়ে, ফুটপাতে।

জিরোপয়েন্টের এ দৃশ্য যেন মনে করিয়ে দেয় আবুল বাশারের সেই

বিখ্যাত চরিত্র ফজল আলীর কথা। ফজল আলী একমুঠো ভাতের জন্য ছুটে আসে মহানগর কলকাতায়। প্রশ্ন জাগে, লকডাউনে কর্মহীন দরিদ্র মানুষেরাও কি ছুটছে ফজল আলীর মতোই। সময়ই হয়তো এর উত্তর দেবে।

শুধু জিরোপয়েন্ট নয় এমন চিত্র রাজধানীর গুলিস্তান, সদরঘাট, কাকরাইল, মগবাজার, মহাখালী, টিএসসি, শাহবাগ, মোহম্মদপুরের বিভিন্ন সড়কপথে। রোববার রাতে সরজমিন এসব এলাকায় চিত্র ছিল এমনই। রাত ১১টার দিকে ফকিরাপুল, কাকরাইল, নয়াপল্টন, বেইলিরোডের অফিসার্স ক্লাব এলাকায় দেখা যায় অকষ্মাৎ একটি পাজেরো জিপ থামিয়ে চাল, ডাল, আলুর প্যাকেট চটজলদি দিয়ে চলে যেতে। একাধিকবার এ এলাকায় এ দৃশ্য চোখে পড়েছে।

টিএসসি এলাকায় ত্রাণ দেয়ার আগে অনেককেই দেখা গেছে টোকেন দিয়ে যেতে। পরে টোকেন নিয়ে যারা এসেছে তাদের ত্রাণ দেয়া হয়েছে। প্রবল বন্যা বা অন্যকোন দুর্যোগে চাল-ডালের জন্য মানুষকে এভাবে দাঁড়াতে দেখা যায়নি নিকট অতীতে।
ফুটপাতে অপেক্ষায় থাকা মোবারক, আরশাদুল, আসিয়ার সঙ্গে কথা হয়। এরা বুয়েট ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার। দিনমজুরি আর বাসায় ঝিয়ের কাজ করে যা আয় হতো তা দিয়েই চলত সংসার। করোনায় সবকিছু বন্ধ বলে তাদের মাথায় হাত। অনেক বিত্তবান পরিবারের পক্ষে নীরবে রাতে ত্রাণ দেয়া হয় বলে তাদের অপেক্ষা।

সুত্র-মানবজমিন

করোনা কেড়ে নিল দুদক পরিচালকের প্রাণ, আইসোলেশনে

স্ত্রী-সন্তান

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পরিচালক জালাল সাইফুর রহমানের মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার ভোরে কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব মো. রেজাউল আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জ্বর-কাশি নিয়ে গত ৩০ মার্চ থেকে কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন দুদকের এই পরিচালক।

তার স্ত্রী ও সন্তানকেও আইসোলেশনে রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে।

মারা যাওয়া দুদক পরিচালক জালাল সাইফুর রহমান প্রশাসন ক্যাডারের ২২ তম ব্যাচের কর্মকর্তা ছিলেন। ২০১৭ সালের জুলাই মাসে তাকে দুদকের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

সুত্র-যুগান্তর

নতুন ২৯ জন করোনায় আক্রান্ত, মারা গেছেন আরও ৪ জন

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে ২৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এসময়ে মারা গেছেন চার জন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এ তথ্য জানিয়েছেন।

□□□□□□□□□□ □□□□.....